রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২১ সনের ৩৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২১

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৪৯—৫৬৭
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১২৭—১২৪২
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১২০৭—১২৩৪
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ২৯ জুন ২০২১ খ্রিঃ

নং **বিচার-৭/২-এন-১২৩/৮১(অংশ)-১১৩**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোসতাফিজুর রহমান, পিতা-আব্দুর রাজ্জাক সরদার, মাতা-মোমেনা বিবি, গ্রাম-চককামদেব, ডাকঘর-চকশৈল্যাহাট, উপজেলা-মান্দা, জেলা-নওগাঁ)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার ১৪ নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd

নং **বিচার-৭/২-এন-৬৪/৭৬(অংশ)-১১৪**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোঃ সোলাইমান, পিতা-মোঃ মফিজ উল্ল্যাহ, মাতা-বিলকিছ, গ্রাম-প্রাণভগবতিপুর, ওয়ার্ড নং-০৮, ডাকঘর-উত্তর জয়পুর, উপজেলা-চন্দ্রগঞ্জ, জেলা-লক্ষ্মীপুর)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লক্ষ্মীপুর জেলার চন্দ্রগঞ্জ উপজেলার ১ নং উত্তর জয়পুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ারুল হক
সিনিয়র সহকার সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮/১৪ জুন ২০২১

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৪.২০-১৬২**—যেহেতু, বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডাঃ মুহম্মদ নজরুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-১০২০), সহকারী পরিচালক, লীভ ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা (সাময়িকভাবে বরখাস্ত) প্রেষণে-মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, ফকিরহাট, বাগেহাটে জুলাই/১৯ হতে মার্চ/২০ পর্যন্ত তার কর্মকালে বাগেরহাট সরকারি মহিষ খামারে ১,৪৬,৭৫,১০০/- (এক কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার একশত) টাকার খাদ্য সরবরাহের পরও খামারে বিদ্যমান মহিষগুলো অপুষ্টিতে ভুগেছে, মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প হতে ২৮ জন আউটসোর্সিং শ্রমিক নিয়োগ করলেও তাদের কর্মকাণ্ড দৃশ্যমান ছিলনা, খামারের শেডগুলো নিয়মিত পরিস্কার রাখা হয়নি, মহিষগুলো বয়স অনুযায়ী এবং এক বছরের নিচে বাচ্চাগুলো স্ত্রী পুরুষভেদে আলাদা করে রাখা হয়নি, যে সকল ষাড়কে প্রাকৃতিক প্রজনন করানো হয় সেগুলোকেও নিয়মিত খাবার দেয়া হয়নি, খামারে জায়গা থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পনা মাফিক ঘাস চাষ করা হয়নি এবং বেশিরভাগ জমি অনাবাদি রেখেছেন; তিনি দায়িত্ব পালনকালে জুলাই/১৯ হতে মার্চ/২০ পর্যন্ত খামারে বিদ্যমান ১২ (বার) টি শেডের মধ্যে মোট মহিষের পরিসংখ্যান ৪৪৬ (চারশত ছেচল্লিশ) টি, যা পূর্বের তুলনায় কম ছিল এবং তাদের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং হাড্ডিসার ছিল, সবগুলো মহিষ অপুষ্টিতে ভুগছিল; তিনি ৫ (পাঁচ) টি গাভী মহিষ জরুরি নিলামের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট কমিটিকে অবগত না করেই নিলাম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন এবং জরুরি নিলামের শর্তানুযায়ী প্রথমেই এ বিষয়টি অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করে নি; এবং গত ২৫-০৪-২০১৯ তারিখে উক্ত কর্মস্থলে যোগদানের পর থেকে এয়ারমার্ককৃত সরকারি বাসায় বসবাস না করে সরকারি কোষাগার হতে অর্থ উত্তোলন করেছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) এবং ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২০ রুজু করে গত ১৩-০৫-২০২০ খ্রিঃ তারিখে ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৪.২০-১৪৩ নং স্মারকমূলে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করায় গত ০৭-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; শুনানিকালে তিনি লিখিত বক্তব্যও প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব আ.ন.ম. নাজিম উদ্দীন কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি'র অভিযোগ তদন্তপূর্বক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, ডাঃ মুহম্মদ নজরুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-১০২০)-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় তিনি 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ দণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

সেহেতু, ডাঃ মুহম্মদ নজরুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-১০২০), সহকারী পরিচালক, লীভ, ডেপুটেশন এণ্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা (সাময়িকভাবে বরখাস্ত) (প্রাক্তন খামার ব্যবস্থাপক, মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, ফকিরহাট, বাগেরহাট)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক প্রাশাসনিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) অনুযায়ী লঘুদণ্ড হিসেবে 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে' অর্থাৎ জাতীয় বেতনস্কেল, ২০১৫ এর ৪র্থ গ্রেডের (৫০,০০০-৭১,২০০/- টাকা) তার বর্তমান প্রাপ্য ধাপ ৬০,৮৪০/- টাকার ধাপ হতে

৫৪,০৮০/- টাকার ধাপে স্থায়ীভাবে অবনমিত করা হলো; তিনি ভবিষ্যতে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ এর কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না বা দাবী করতে পারবেন না; এবং বিধি ৪(২)(গ) অনুযায়ী গত ২৫-০৪-২০১৯ তারিখ মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার, ফকিরহাট, বাগেরহাটে যোগদানের পর হতে ২৪-০৩-২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত (সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত) সময়ে এয়ারমার্ককৃত সরকারি বাসায় বসবাস না করে বিধি বহির্ভূতভাবে সরকারি কোষাগার হতে বাড়িভাড়া ভাতা বাবদ উত্তোলিত ৩,২৯,৫০৬/- (তিন লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার পাঁচশত ছয়) টাকা আগামী ৩১-০৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ট্রেজারি চালনের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারকে আবশ্যিকভাবে অবহিত করবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওনক মাহমুদ
সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা

শোক বার্তা

তারিখ : ০৭ আষাঢ় ১৪২৮/২১ জুন ২০২১

নং **৪০.০০.০০০০.০১১.৩৮.০২৪.১৭-১১৪৫**—শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম গত ২৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখ দিবাগত ০১.০০ ঘটিকায় Covid Penumonia with sepsis with electrolyte Imbalance-এর কারণে "Refractory Septic shock with MOD" রোগে আক্রান্ত হয়ে Bangladesh Specialized Hospital Ltd. ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায়-এ ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

২। জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম ০১ জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে মানিকগঞ্জ জেলার শিংগাইর উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী ও এক পুত্র সন্তান, মা-বাবা, বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৩। এ মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম-এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার মাগফিরাত কামনা করছি এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ আষাঢ় ১৪২৮/১৩ জুলাই ২০২১

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১০৪.২১-২৯৩**—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৫৯৩৯ মেজর আব্দুল্লাহ আল ফারুকী, পিএসসি, আর্টিলারি-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট (রুলস) ৯(এ), আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস) ৭৮(সি),২৫৩(এ) এবং ২৬১ অনুযায়ী সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা সুলতানা
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ আষাঢ় ১৪২৮/২৪ জুন ২০২১

নং **২৩.০০.০০০০.০৬০.১৩.০১০.২০-৪২২**—বাংলাদেশ নৌবাহিনী অ্যাক্টিং লেঃ মোঃ জীম জুবাঈদ, (ই), বিএন (পি নং ২৬৯৪)-কে নৌবাহিনী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ১৭ (১), নৌবাহিনী প্রবিধান ১৯৮১ এর অনুচ্ছেদ ০৮০১(এফ) এবং নৌবাহিনী নির্দেশিকা ০১/২০১৪ এর অনুচ্ছেদ-৫০ অনুযায়ী প্রশাসনিক আদেশে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চাকরি থেকে বহিষ্কার (Dismissal from Naval Service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ গোলাম কবির
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
(বাজেট ও অডিট শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৭ আষাঢ় ১৪২৮/১১ জুলাই ২০২১

নং **৪৩.০০.০০০০.১২৫.২০.০০১.১৭.২৬৭**—অর্থ বিভাগের স্মারক ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৩.২০২১.৫৮৯, তারিখ: ২০ জুন ২০২১ মোতাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে "বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ(BWG)" পুনর্গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	পদবি	পদ
১	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব বাজেট ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সভাপতি
২	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিশাখা/ শাখার প্রধান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	পদবি	পদ
৩	উপসচিব/উপপ্রধান/সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সদস্যবৃন্দ
৪	সকল দপ্তর,সংস্থার বাজেট/ হিসাব ও পরিকল্পনা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।	ঐ
৫	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সংশ্লিষ্ট) অর্থ বিভাগ।	ঐ
৬	সহকারী/সিনিয়র সহকারী প্রধান পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন।	ঐ
৭	চিফ একাউন্টস এন্ড ফাইনান্স অফিসার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	ঐ
৮	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	ঐ
৯	সহকারী/সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান, বাজেট ব্যবস্থাপনা অধিশাখা/শাখা	সদস্য-সচিব।

* ওয়ার্কিং গ্রুপ(BWG)' সংক্রান্ত স্মারক ৪৩.০০.০০০০.১২৫. ২০.০০১.১৭.৭৩৮: তারিখ: ১৪ জানুয়ারি ২০২১ প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

কার্যপরিধি:

নিম্নোক্ত দলিল/প্রাক্কলন/বিবরণীসমূহ পরীক্ষা ও চূড়ান্ত করে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে:

কৌশলগত

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটের সঙ্গে সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতিসমূহ যেমন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত নীতি-পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক নীতি-পরিকল্পনা ইত্যাদির সংযোগসাধনের বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন/ হালনাগাদকরণ;

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (Annual Performance Agreement) সাথে সংগতিসাধনপূর্বক বাজেট কাঠামো প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ;

৩. সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি-পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক খাতে বিশেষত দারিদ্র্য নিরসন, নারী ও শিশু উন্নয়নে ব্যয় বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ;

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় (অভিযোজন ও প্রশমন) প্রয়োজনীয় ব্যয় বাজেট কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন; এবং

৫. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব নীতি-পরিকল্পনার আলোকে বাজেট-সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন।

বাজেট পরিকল্পনা, প্রণয়ন/হালনাগাদ

৬. মন্ত্রণালয়/বিভাগের খসড়া বাজেট কাঠামো (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ;

৭. সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধীন দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ/হালনাগাদকরণ;

৮. রাজস্ব আয়, পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের বিস্তারিত প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুতকরণ; এবং

৯. বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) সহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budged Implementation Plan) প্রণয়ন।

প্রতিবেদন প্রস্তুত ও বিবিধ

১০. বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণ এবং ব্যয়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

১১. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator) এবং ফলাফল নির্দেশক (Output Indicator) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত;

১২. বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত;

১৩.বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়ন; এবং

১৪. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির অথবা প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার (Principal Accounting Officer) কর্তৃক প্রদত্ত বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং পর্যালোচনা সংক্রান্ত অন্য যে কোনো বিষয়।

নং **৪৩.০০.০০০০.১২৫.২০.০০১.১৭.২৬৮**—অর্থ বিভাগের স্মারক ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৩.২০২১/৫৮৯, তারিখ: ২০ জুন ২০২১ মোতাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পর্যালোচনা ও অনুমোদনের লক্ষ্যে নিম্নরূপভাবে "বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC)" পুনর্গঠন করা হলো :

ক্রমিক	পদবি	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির পদ
১	সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সভাপতি
২	সকল অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সদস্য

ক্রমিক	পদবি	বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির পদ
৩	যুগ্মসচিব/যুগ্মপ্রধান উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৪	সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	ঐ
৫	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব বাজেট অধিশাখা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	ঐ
৬	যুগ্মসচিব/উপসচিব বাজেট অধিশাখা-৭ অর্থ বিভাগ।	সদস্য (কারিগরি)
৭	উপসচিব/উপপ্রধান পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর ডিভিশন।	সদস্য
৮	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়)	ঐ
৯	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)	ঐ
১০	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)	ঐ
১১	চিফ একাউন্টস এন্ড ফাইনান্স অফিসার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	ঐ
১২	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব বাজেট ওয়ার্কিং ক্রুপ-এর প্রদান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	সদস্য-সচিব

* বাজেট ব্যবস্থা কমিটি' সংক্রান্ত স্মারক ৪৩.০০.০০০০.১২৫. ২০.০০১.১৭.৭৩৭, তারিখ: ১৪ জানুয়ারি ২০২১ প্রজ্ঞাপন এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

(২) **কার্যপরিধিঃ**

কৌশলগত

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটের সঙ্গে সরকারের সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতিসমূহ যেমন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত নীতি-পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক নীতি-পরিকল্পনা ইত্যাদির সংযোগসাধনের বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বাজেট কাঠামো অনুমোদন;

২. মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (Annual Performance Agreement) সাথে বাজেট-কাঠামোর সংগতিসাধনপূর্বক বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক বাজেট কাঠামো অনুমোদন;

৩. সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি-পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সামাজিক খাতে বিশেষত দারিদ্র্য নিরসন, নারী ও শিশু উন্নয়নে ব্যয় বৃদ্ধির নিশ্চিতকরণ;

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় (অভিযোজন ও প্রশমন) প্রয়োজনীয় ব্যয় বাজেট কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়টি পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন; এবং

৫. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিজস্ব নীতি-পরিকল্পনার আলোকে বাজেট-সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন।

বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন

৬. সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধীন দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা অনুমোদন;

৭. রাজস্ব আয় ও প্রাপ্তি, পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ অনুমোদন;

৮. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত উন্নয়ন কর্মসূচির (স্কিম) প্রস্তাব পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

৯. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে অনুমোদন;

১০. মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুমোদিত বাজেট-বহির্ভূত অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের বিষয়টি (যদি থাকে) অর্থ বিভাগে প্রেরণের পূর্বে পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন;

১১.বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) সহ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budged Implementation Plan) অনুমোদন; এবং

১২. মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ যাতে বেশি না হয় সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।

মূল্যায়ন, পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষা

১৩. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator) এবং ফলাফল নির্দেশক (Output Indicator) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন পরিবীক্ষণ এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ যাতে অর্জিত হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

১৪. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় তৈমাসিক ভিত্তিতে রাজস্ব আহরণ এবং ব্যয়ের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং অনুমোদন;

১৫. নিরীক্ষা প্রত্যয়নের জন্য মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে প্রেরণের পূর্বে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উপযোজন হিসাব অনুমোদন;

১৬. অভ্যন্তরীণ ও বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান;

১৭. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি বা প্রধান হিসাবদানকারী অফিসার কর্তৃক বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি এবং নিরীক্ষণ সম্পর্কিত প্রদত্ত যে কোনো দায়িত্ব পালন; এবং

১৮. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির কর্মকৃতি নির্দেশক (Performance Indicator) মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে Peer Review-কারী দলকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

অন্যান্য

১৯. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ও অগ্রাধিকার নির্ণয়, কর্মকৃতি নির্দেশক Performance Indicator) এবং ফলাফল নির্দেশক (Output Indicator) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ ও জাতীয় বিশেষ কোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য উপর্যুক্ত কর্মকর্তারগণের সমন্বয়ে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির উপ-কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২০. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি বছরে কমপক্ষে সাত বা ততোধিক সভায় মিলিত হবে। তবে প্রয়োজনবোধে কমিটির সভাপতি যে কোনো সময় বিশেষ সভা আহ্বান করতে পারবেন; এবং

২১. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে যে-কোনো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

আ.স.ম হাসান আল আমিন
উপসচিব (বাজেট ও অডিট)।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ আষাঢ়, ১৪২৮/২০ জুন, ২০২১

নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১১.১৩১.২০১১-২৬১—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আইন, ২০১৮ এর ২২ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বর্তমান মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামীম, বিপি, ওএসসি, এনডিসি, পিএসসি-কে বাংলাদেশ অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের সভাপতি পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
সহকারী সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখ সম্বলিত সরকারি আদেশের প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ আষাঢ়, ১৪২৮/২২ জুন, ২০২১

নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১১.১৩১,২০১১.২৬৬—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আইন, ২০১৮ এর ২২ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবেল সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বর্তমান প্রধান এয়ার মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান, বিইউপি, এনএসডব্লিউসি, এফডব্লিউসি পিএসসি-কে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সভাপতি পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাঙ্গীর হাওলাদার
সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ১০ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৪ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০২৩.১৫.১৬৩**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVlll of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রঃ নং	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	মাটিকাটা	২১৭	৩৮২	গোদাগাড়ী	রাজশাহী
২	চর বয়ারমারী	৩০৬	১২৭	গোদাগাড়ী	রাজশাহী
৩	করারি নওসারা	১৯২	১৩৫	বাঘা	রাজশাহী
৪	ব্রাক্ষনবাড়ীয়া	১৮০	৭৬৫	রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ
৫	নলকাসেনগাতি	১৯১	৭৭১	রায়গঞ্জ	সিরাজগঞ্জ
৬	বাসুদেবপুর	০৭	১৫০	ভেড়ামারা	কুষ্টিয়া
৭	আরাজিসারা	১১	২৩	ভেড়ামারা	কুষ্টিয়া
৮	বন্দোবস্তি গোবিন্দপুর	৫৮	৯০	লালপুর	নাটোর

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৯.১৪(অংশ-১).১৬৪**—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVlll of 1951)-এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955) এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

২। এতদবিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৯.১৪(অংশ-১)-৬৩ নম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মন্তব্য কলাম নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো:

পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির ক্রমিক নম্বর	পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত মৌজার নাম	জেএল. নম্বর	পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত উপজেলার নাম	জেলার নাম	যেভাবে মুদ্রণ হবে
৩	সাতবাড়িয়া	২	কেশবপুর	যশোর	মহামান্য হাইকোর্টে ৯৪১৫/ ২০১৩ নম্বর রিট মামলা চলমান থাকায় ১/১ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৬৩.১০(অংশ-১).১৬৫**—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVlll of 1951)-এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955) এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

২। এতদবিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৬৩.১০(অংশ-১)-৬৮ নম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তির ১১ নম্বর ক্রমিকের মৌজার নাম নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হলো:

পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তির ক্রমিক নম্বর	পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত মৌজার নাম	জে এল. নম্বর	পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত উপজেলার নাম	জেলার নাম	যেভাবে মুদ্রণ হবে
১১	পারধল্লা	৭৯	নাগরপুর	টাংগাইল	পারধলা

তারিখ : ১৩ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৬.১৭.১৬৯**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVlll of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং (Tenancy Rules, 1955) এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল. নং	মোট খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	ফাজিলপুর	৩৫	১৬৭	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
২	আরাজী বোচাপুখর	১১৪	৬৬	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
৩	পালানুগাঁও	১৫	১৫৭	বীরগঞ্জ	দিনাজপুর
৪	কংসরা	২৫	২৬৩	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
৫	ইছলামপুর	৪৮	১৮১	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
৬	আখাপুর	৬৪	১১৫	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
৭	রতিগাঁও	০১	১৩০	বিরল	দিনাজপুর
৮	খৈলতৈড়	১৩৬	৩৬১	বিরল	দিনাজপুর
৯	কুণ্ডারপুর	৩৩	১৪৬	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
১০	দেবীপুর	৬০	৪৯৬	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
১১	চক নারায়ণ	১১৮	১৭৪	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
১২	নারায়ণ মাধব	১৩৭	২১৬	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
১৩	বিষ্ণুপুর	১১	২৩০	খানসামা	দিনাজপুর
১৪	জাহাঙ্গীরপুর	১৩	৫০১	খানসামা	দিনাজপুর
১৫	সহজপুর	১৪	৫৯৬	খানসামা	দিনাজপুর
১৬	নরগাঁও	৪৭	২৬৭	রানীশংকৈল	ঠাকুরগাঁও
১৭	সিক্‌টীহারী	১৩	১৭৫	আটোয়ারী	পঞ্চগড়
১৮	রঘুনাথপুর	৪২	২১২	আটোয়ারী	পঞ্চগড়
১৯	উপঝৌকী ভাজনী	০৮	০১	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২০	উপঝৌকী ভাজনী	০৯	০৪	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২১	উপঝৌকী ভাজনী	১০	০২	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২২	বাকপুর	৩০	১৭৩	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২৩	কাটানহারী সুন্দরদীঘি	৪২	৩৫৭	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২৪	নগড় মাদে খাঁ	৭৪	২৫১	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
২৫	দেহাই চন্ডী	৯২	৩৪	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০১১.২১.১৭০**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVlll of 1951)-এর 144(7) ধারা এবং (Tenancy Rules, 1955) এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল. নং	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	সহরদিঘী	১২৬	৯৩৪	বগুড়া সদর	বগুড়া
২	খলিসাগাড়ী	১৯৭	২৬৭	শেরপুর	বগুড়া
৩	হুদাবালা	৫৬	১২৩৮	শিবগঞ্জ	বগুড়া
৪	জাহাঙ্গিরাবাদ	৭১	১৬৭৮	শিবগঞ্জ	বগুড়া
৫	মাসিমপুর চালুঞ্জা	১২৩	২৫১১	শিবগঞ্জ	বগুড়া
৬	রায়নগর	২৩৪	১৪৪৯	শিবগঞ্জ	বগুড়া
৭	বন তেঘরী	২২৪	১৩২২	শিবগঞ্জ	বগুড়া
৮	কলমাশিবা	১৪৩	৭২৯	কাহালু	বগুড়া
৯	রহিমারপাড়া	৫৩	৭৩৫	গাবতলী	বগুড়া
১০	মধুপুর	৩১	১০৮৫	সোনাতলা	বগুড়া
১১	নমাজখালী	৫২	৯৫৫	সোনাতলা	বগুড়া
১২	শিচারপাড়া	৫৪	১৩৫২	সোনাতলা	বগুড়া
১৩	রসিদপুর	৫৫	৯০৯	সোনাতলা	বগুড়া
১৪	কৈল	১১৪	২৫৭৬	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
১৫	বাথুয়াবাড়ী	৪২	৩৯২	ধুনট	বগুড়া
১৬	হাতিওর	৬১	২০০২	কালাই	জয়পুরহাট
১৭	ফাপোর	৭৭	৫৬১	বগুড়া সদর	বগুড়া
১৮	চান্দপাড়া	১০৭	১০৬২	বগুড়া সদর	বগুড়া
১৯	লটাগাড়ী	২০৫	৬৮২	বগুড়া সদর	বগুড়া
২০	সাহানগর	২৫৩	১১৩০	বগুড়া সদর	বগুড়া
২১	জোয়ানপুর	১২৪	৫৯০	শেরপুর	বগুড়া
২২	সীমাবাড়ী	২১৫	৪২৭	শেরপুর	বগুড়া
২৩	ভেবরা	৩৭	৩৪০	আদমদিঘী	বগুড়া
২৪	হাটসারা	১০৪	২৭৯	আদমদিঘী	বগুড়া
২৫	জাতহলদিয়া	৪৬	১১১৩	গাবতলী	বগুড়া
২৬	পদ্মাপাড়া	৭৮	৭৯৬	গাবতলী	বগুড়া
২৭	সোনাকানিয়া	১০২	১২১৯	গাবতলী	বগুড়া
২৮	আরাজি বিলচাপড়ি	৪১	৩৪৯	ধুনট	বগুড়া
২৯	কুয়ারগাঁও	১৭৩	১৯৬৭	জয়পুরহাট সদর	জয়পুরহাট

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

আদেশ

তারিখ : ১৩ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৮.০০.০০০০.০৭৭.২৭.০০৫.১৯-৫৯**—যেহেতু, জনাব সালমা আঁখি, সহকারী পরিচালক তার দায়িত্বকালে মানিকগঞ্জ জেলার আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে কর্মরত অসৎ কর্মচারী ও দালালদের সাথে যুক্ত থেকে সাধারণ সেবা প্রার্থীদের পাসপোর্ট সেবা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু, তার এরূপ কার্যকলাপের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা ০৩/২০১৯/ পাসপোর্ট রুজু করা হয় এবং ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য ০৫-১২-২০১৯ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৭. ২৭.০০৫.১৯-৬৫ নং স্মারকে অনুরোধ করা হয়।

যেহেতু, জনাব সালমা আঁখি, সহকারী পরিচালক ১২-০১-২০২০ তারিখে জবাব দাখিল করেন। জবাবে অভিযোগসমূহ হতে অব্যাহতি চেয়ে তিনি ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেছেন;

যেহেতু গত ১৮-১১-২০২০ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানির বক্তব্য পর্যালোচনা করে মামলাটি তদন্তের জন্য গত ২২-১১-২০২০ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ১৩-০৬-২০২১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদন থেকে প্রতীয়মান তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত;

সেহেতু, জনাব সালমা আঁখি, সহকারী পরিচালক এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২) এর (ঘ) বিধি মোতাবেক **"বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ"** লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। জনাব সালমা আঁখি, সহকারী পরিচালক এর বর্তমান বেতন স্কেল ৯ম গ্রেড (২২,০০০-৫৩,০৬০/-) এবং মূল বেতন ৩০,৯৯০/- টাকা। অবনমিত ধাপে বর্তমান বেতন স্কেলে তাঁর মূল বেতন হবে ২২,০০০/- টাকা।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩১ আষাঢ় ১৪২৮/১৫ জুলাই ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১০.২০-৮০**—জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন বিপিএম-সেবা, পিপিএম (বার) বিপি-৭২০৩১০৯৪৮০), এসএসপি, সিআইডি, নারায়ণগঞ্জ জামালপুর জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মকালে গত ০৭-০১-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে তার অধীনস্থ এএসআই(নিঃ) মোঃ ফজলুল করিম (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত) এর এনআইডি দিয়ে একটি মোবাইল সিম সংগ্রহপূর্বক ব্যবহার করে Bangladesh Police নামে গত ২৩-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে একটি বিভ্রান্তিকর Whats App আইডি খোলা এবং উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাগণসহ বিভিন্ন ব্যক্তি/দপ্তরের অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত গ্রুপে যুক্ত (Add) করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় গত ২২-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০১০.২০-১৯ নম্বর স্মারক মূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২২-০৩-২০২১ খ্রিঃ তারিখ কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন করেন।

২। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা প্রতীয়মান হয়নি।

৩। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন বিপিএম-সেবা, পিপিএম (বার)(বিপি-৭২০৩১০৯৪৮০), এসএসপি, সিআইডি, নারায়ণগঞ্জ, সাবেক পুলিশ সুপার, জামালপুর-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা প্রতীয়মান না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে দায় হতে অব্যাহতিপূর্বক ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ আষাঢ় ১৪২৮/২৭ জুন ২০২১

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৬.১৮-১৪১**—জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (বিপি-৬১৮৫০৪৮৭১৭), সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা এর বিরুদ্ধে অত্র মন্ত্রণালয়ের ১৮-০২-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৬.১৮-৪৮ স্মারকমূলে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। এক্ষণে ৩১-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (বিপি-৬১৮৫০৪৮৭১৭), সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, কেএমপি, খুলনা এর বয়স ৫৯ বৎসর পূর্ণ হবার বিষয়টি বিবেচনাক্রমে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হল।

মোস্তাফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৯ আষাঢ় ১৪২৮/২৩ জুন ২০২১

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪০১—টঙ্গীপূর্ব (জিএমপি) থানার মামলা নং-৬৬, তারিখঃ ২৩-০৯-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(অ) (আ)(ই)/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪০২—মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার মামলা নং-০৩, তারিখঃ ০২-০৩-২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(২)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪০৩—গাজীপুর জেলার বাসন থানার মামলা নং-২৯, তারিখঃ ১৬-০৯-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬/১০/১১ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪০৪—গাজীপুর জেলার টঙ্গী পশ্চিম থানার মামলা নং-০৩, তারিখঃ ০৫-০৭-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪০৫—কিশোরগঞ্জ জেলার সদর থানার এফআই নং-৪/৪৯৪, তারিখঃ ০৩-১২-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪০৬—ঢাকা জেলার লালবাগ থানার মামলা নং-৪২(০৯)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬/৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪০৭—ঢাকা জেলার রমনা মডেল থানার মামলা নং-২৭(০২)২০১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৯(৩)/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪০৮—ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর মডেল থানার মামলা নং-০৩, তারিখ: ০১-০৭-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪০৯—নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ মডেল থানার মামলা নং-৩৭, তারিখ: ২৬-০২-২০১৫ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(১)(ক)/১০/১১/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী,

২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪১০—সিলেট জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-০৩, তারিখ: ০১-০৭-২০১৯খ্রিঃ -এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/(১)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪১১—ঝিনাইদহ সদর থানার মামলা নং-৫২, তারিখ: ২২-১১-২০১৮ খ্রিঃ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১০/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০-৪১২—নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার মামলা নং-৪৮, তারিখ: ১৮-০৪-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/ ৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৪১৫—নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার মামলা নং-৬৯, তারিখ: ২২-০৮-২০১৭ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/ ৮/৯(৩)/১০/১১/১২/১৩/১৪ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৪১৬—ঢাকা মহানগরীর খিলক্ষেত থানার মামলা নং-০৬(০৯)২০১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)ঈ/৮/৯/ ১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৪১৭—ঢাকা মহানগরীর মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৬১(০২)২০১৬-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৭/৮/৯/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৪১৮—ঢাকা মহানগরীর সবুজবাগ থানার মামলা নং-১৩(০২)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/ ৮/৯/ ১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৪১৯—খুলনা মহানগরীর লবণচরা থানার মামলা নং-১৭, তারিখ: ৩০-১২-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯ (৩)/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৪২১—রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার মামলা নং-০১, তারিখ: ০১-০২-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/ ১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৪২২—রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার মামলা নং-২৮, তারিখ: ২০-০৮-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৪২৩—সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানার মামলা নং-০৮ তারিখ: ০৪-০৪-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬ (২) (উ)/৭/৮/৯/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৪২৪—চট্টগ্রাম জেলার জোরারগঞ্জ থানার মামলা নং-০৭, তারিখ: ১৬-১০-২০১৮ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) (উ) ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫২০—রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার মামলা নং-২৩, তারিখ: ১৪-০৬-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/ ১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫২১—ঢাকা জেলার রমনা মডেল থানার মামলা নং-০৩(০৫)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)৮/৯/ ১০/১১ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫২২—ঢাকা জেলার দক্ষিণখান থানার মামলা নং-২৬(১২)২০১৬-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)৭/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫২৩—ঢাকা জেলার কোতোয়ালী থানার মামলা নং-০৪(০৪)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০/১১ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫২৪—ঢাকা জেলার ক্যান্টনমেন্ট থানার মামলা নং-১১(১২)২০১৮-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ঈ)/৭(৩)/৮/৯(৩)/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫২৫—ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানার মামলা নং-০৭(১০)২০২০-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৭/৮/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫২৬—ঢাকা জেলার সবুজবাগ থানার মামলা নং-১৪(০৭)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৭/৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫২৭—ঢাকা জেলার চকবাজার মডেল থানার মামলা নং-৮৪(০৭)২০১৯-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬/৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫২৮—ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুর থানার মামলা নং-০১, তারিখ: ০১-১০-২০২০ খ্রিঃ -এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ঈ)/৮/৯/১০/১১/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫২৯—ময়মনসিংহ জেলার কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নং-৯৭, তারিখ: ২৬-১২-২০১৯ খ্রিঃ -এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫৩০—বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার মামলা নং-৪৮, তারিখ: ২৪-১১-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(উ)/১২ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১১.২০-৫৩১—শেরপুর জেলার সদর থানার মামলা নং-০৯, তারিখ: ০৬-০৮-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০ (২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/১৮ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.১২.০৫৩.১৪.৫৬৮—যেহেতু, জনাব মোঃ লিয়াকত আকবর (বিপি-৯১১৭১৯৫১৬১), সহকারী পুলিশ সুপার, ১৪ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, কক্সবাজার এর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী ফারহানা আক্তার বাদী হয়ে পিটিশন মোকদ্দমা নং-৭১/২০২০ দায়ের করেন;

যেহেতু, তিনি উক্ত মামলায় ১৯-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে বিজ্ঞ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনে রয়েছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ লিয়াকত আকবরকে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর বিধি-৭৩ এর নোট-১ ও নোট-২ অনুযায়ী ১৯-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোস্তফা কামাল উদ্দীন
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

পরিপত্র

নং ৪৫.০০.০০০০.১৮২.২২.০০১.২১.১৫২—তারিখ : ১৬ আষাঢ় ১৪২৮/৩০ জুন ২০২১

বিষয় : **WHA (World Health Assembly) Resolution A67/32 অনুসারে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের Pre-qualification অর্জনের নিমিত্ত Licensing Establishment (LI) অনুমোদন।**

WHA (World Health Assembly) Resolution A67/32 অনুসারে ঔষদ প্রশাসন অধিদপ্তরের Pre-qualification অর্জনের নিমিত্ত Licensing Establishment (LI) এর কার্যাদি সুচারূভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রণয়ন করা হলো :

১। লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ অথবা তাহার প্রতিনিধি লাইসেন্স প্রদান অথবা নবায়নের উদ্দেশ্যে, সময়ে সময়ে, ঔষধ উৎপাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের প্রেমিসেস পরিদর্শন করিবেন এবং উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই আইন অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট যে প্রেমিসেস উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে কেবল সেই প্রেমিসেসের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান অথবা প্রদত্ত লাইসেন্স নবায়ন করিবে।

২। ঔষধ উৎপাদন ও বিক্রয়ের নিমিত্ত লাইসেন্স প্রাপ্তির পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেমিসেসে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতঃ পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত এমন কোনো পরিবর্তন আনয়ন করা যাইবে না যাহা ঔষধের গুণগতমানকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে বা করিতে পারে; এবং বিধানের ব্যত্যয় করিয়া কোনো পরিবর্তন আনয়ন করা হইলে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল অথবা সাময়িক বাতিল অথবা প্রতিষ্ঠানের উক্ত প্রেমিসেসে উৎপাদন স্থগিত করিতে পারিবে।

৩। প্রত্যেক ঔষধের উৎপাদনকারী অথবা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে ঔষধের উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ, বিতরণ অথবা সরবরাহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নরূপ গাইডলাইন অনুসরণ করিতে হইবে—

Current Good Manufacturing Practices (CGMP)

Good Laboratory Practices (GLP)

Good Storage Practices (GSP)

Good Distribution Practices (GDP)

Good Cold Chain Management Practices (GCCMP) ইত্যাদি।

৪। সরকার অথবা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অথবা অন্যান্য স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রণীত গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক ঔষধ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজেস্ব গাইডলাইন প্রণয়ন করিতে পারিবে; এবং

৫। ঔষধ উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ফার্মাসিস্ট এবং কোয়ালিফাইড ব্যক্তি নিয়োগের পর লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারিকৃত এ পরিপত্র অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২১ আষাঢ় ১৪২৮/০৫ জুলাই ২০২১

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০১১.০৮-১৫৫**—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৭-০৫-১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-ঔ,প্র/ঔ-৪৩/৮৮/২৮৪ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে "জেলা ড্রাগ লাইসেন্সিং কমিটি" নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

সভাপতি

০১. সিভিল সার্জন, সংশ্লিষ্ট জেলা

সদস্যবৃন্দ

০২. জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত একজন সরকারি কর্মকর্তা

০৩. সংশ্লিষ্ট জেলার সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচএফপিও)

০৪. সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা

০৫. সহকারী পরিচালক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, সংশ্লিষ্ট জেলা

সদস্য সচিব

০৬. পরিদর্শক/ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক/সহকারী পরিচালক, ঔষধ প্রশাসন, সংশ্লিষ্ট জেলা

২। **কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(১) নতুন খুচরা ড্রাগ লাইসেন্সের আবেদন বাছাই ও তা প্রদানের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ড্রাগ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা।

(২) খুচরা ড্রাগ লাইসেন্স হোল্ডারদের আইনকানুন, সরকারি নির্দেশনা অমান্যের কারণে লাইসেন্স সাময়িক বাতিলের জন্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা।

(৩) খুচরা ড্রাগ লাইসেন্সের সাময়িকভাবে বাতিল/বাতিল আদেশ প্রত্যাহার পুনর্বিবেচনার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের (লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের) নিকট সুপারিশ করা।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.৯৯.১০৪.১০-১৫৬**—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১২-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১৮২.৯৯.১০৬.০৬-১২০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ০৬ নং আইন) এর তফসিলের ১২ তে উল্লিখিত ফার্মেসী অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ৩ ও ৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং উক্ত অধ্যাদেশের ধারা ৪(১) ৭(১) মোতাবেক বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

১.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	পদাধিকারবলে	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।	পদাধিকারবলে	সদস্য
৩.	মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।	পদাধিকারবলে	ঐ
৪.	চেয়ারম্যান, ফার্মেসি বিভাগ, ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়, ঢাকা।	পদাধিকারবলে	ঐ
৫.	জনাব মোঃ রাব্বুর রেজা সিওও, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ	সরকার কর্তৃক মনোনীত (রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট)	ঐ
৬.	জনাব জিল্লুর রহমান জিএম (প্রোডাকশন), ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ	সরকার কর্তৃক মনোনীত (রেজিস্টার্ড ফার্মাসিস্ট)	ঐ
৭.	অধ্যাপক ইসমাইল খান ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।	সরকার কর্তৃক মনোনীত (অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি)	ঐ

৮.	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ টিটো মিঞা, অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ ও অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।	সরকার কর্তৃক মনোনীত (অধ্যাপক, মেডিসিন)	সদস্য
৯.	জনাব এম মোসাদ্দেক হোসেন, সদস্য, কার্যনির্বাহী পরিষদ, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি।	বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি কর্তৃক মনোনীত	ঐ
১০.	জনাব ডাঃ মোঃ তারিক মেহেদী পারভেজ, সাংগঠনিক সম্পাদক কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ, বিএমএ, ১৫/২ তোপখানা রোড, ঢাকা।	বিএমএ কর্তৃক মনোনীত	ঐ
১১.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই, পরিচালক, কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ, বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি, ঢাকা।	বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট সমিতি কর্তৃক মনোনীত	ঐ
১২.	জনাব মোঃ নাসের শাহরিয়ার জাহেদী, চেয়ারম্যান, রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, ২২/১ ধানমণ্ডি, রোড-২, ঢাকা-১২০৫।	বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত	ঐ
১৩.	অধ্যাপক ড. মোঃ হাসান কাউসার, অধ্যাপক, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ৭৭, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।	বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত	ঐ
১৪.	জনাব খোকন কুমার সাহা, এমিক্যাশ রওশন ক্যাসেল, বিল্ডিং-বি, ফ্ল্যাট-১এ, ১ নং কাঁঠালবাগান, গ্রীনরোড, ঢাকা-১২০৫।	বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত	ঐ

২। পদাধিকারবলে নিযুক্ত সদস্যগণ ব্যতীত কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ প্রথম অধিবেশনের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জন্য কাউন্সিলের সদস্য পদে বহাল থাকবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৯ আষাঢ় ১৪২৮/১৩ জুলাই ২০২১

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০১১.০৮-১৬১**—স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০৩-১২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১৮২.০৬.০১১.০৮-২৬৯ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া নির্ণয়, মূল্যায়ন ও মনিটর করার লক্ষ্যে Adverse Drug Reaction Advisory Committee (ADRAC) নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

১. মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২. অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ইসমাইল খান, উপাচার্য, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

৩. অতিরিক্ত সচিব (ঔষধ প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪. পরিচালক (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৫. পরিচালক, আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

৬. প্রফেসর ডাঃ মোঃ সাইদুর রহমান, অধ্যাপক ফার্মাকোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৭. ডাঃ ফিরদৌসী কাদরী, সিনিয়র গবেষক ও হেড, মিউকোলজি ইমিউনোলজি এন্ড ভ্যাকসিনোলজি ইউনিট, আইসিডিডিআর'বি, মহাখালী, ঢাকা।

৮. অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

৯. ডীন, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১০. চেয়ারম্যান, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১১. অধ্যাপক ডাঃ জাকির হোসেন গালিব, অধ্যাপক ডার্মাটোলজি বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

১২. অধ্যাপক মালিহা হোসেন, অধ্যাপক প্যাথলজি বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

১৩. ডাঃ নাসিমা পারভীন, ব্যাকটেরিওলজিস্ট, এনসিএল, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

১৪. বিভাগীয় প্রধান, শিশু বিভাগ, শহীদ সোহরাওয়াদী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

১৫. ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফার্মেসী কাউন্সিল, ঢাকা।

১৬. সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ), ঢাকা।

১৭. সভাপতি, বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল সোসাইটি (বিপিএস), ঢাকা।

১৮. সভাপতি, বাংলাদেশ কনজুমারস এ্যাসোসিয়েশন (ক্যাব), ঢাকা।

সদস্য-সচিব

১৯. ড. মোঃ আকতার হোসেন, উপপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

পর্যবেক্ষক :

১. লাইন ডিরেক্টর, এমএনসিএন্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

২. সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি, ঢাকা।

কমিটির কার্যপরিধি :

(i) The Committee will assess the causality of serious adverse events evaluated by the Technical Sub-Committee of ADRAC.

(ii) The Committee will make recommendations to the licensing authority (drugs) for necessary regulatory action based on ADR reports data.

(iii) The committee will develop and review the mechanism of collection ADRs information & strategy of compilation.

(iv) The committee will meet quarterly at DGDA and formulate safety information needed for the health professionals to minimize risk of drugs.

(v) Committee will provide necessary recommendations to DGDA on the basis of safety information/regulatory decision of International Authorities/Agencies published in WHO newsletter or other important journals.

(vi) The Committee will co-opt any member or expert if necessary.

২। জনস্বার্থে এ কমিটি পুনর্গঠন করা হলো এবং এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী সচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৪ জুলাই ২০২১ খ্রিঃ

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৮৮.২১-২৪৪**—ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম (১২৫৪৮৭), আবাসিক মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ ইতঃপূর্বে একই পদে আধুনিক সদর হাসপাতাল, নাটোরে কর্মরত থাকাকালে গত ৩০-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থল ত্যাগ করে নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলায় অবস্থিত বেসরকারি 'হাজেরা ক্লিনিকে' মোছা: রত্না বেগম নামের জনৈক প্রসূতি মায়ের সিজারিয়ান সেকশন অপারেশন করেন।

উক্ত অস্ত্রোপচারের সময় অবেদনবিদ (অ্যানেসথেটিস্ট) উপস্থিত ছিলেন না; অভিযুক্ত কর্মকর্তা নিজেই অ্যানেসথেশিয়া দিয়ে অস্ত্রোপচার করেন এবং অবেদনবিদের অনুপস্থিতিতে অ্যানেসথেশিয়ার প্রভাবে রোগীর শরীরে উদ্ভূত বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও জটিলতাসমূহের ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে না করায় এক পর্যায়ে মর্মান্তিকভাবে রোগীর মৃত্যু ঘটে মর্মে অভিযোগ পাওয়া যায়।

গত ৩১-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখে 'দৈনিক উত্তরবঙ্গ' পত্রিকায় এ বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে সিভিল সার্জন, নাটোর কর্তৃক গঠিত চার সদস্যবিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে বিষয়টি স্থানীয়ভাবে সরজমিনে তদন্ত করা হয় এবং তদন্তে ডা. মোঃ আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়।

ইতঃপূর্বে তিনি সারদা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চারঘাট, রাজশাহীতে কর্মরত থাকাকালে সরকারি সময়সূচি না মেনে নিজের খেয়ালখুশিমত দায়িত্ব পালন, অফিস চলাকালে গুরুদাসপুর উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকে রোগী দেখা ও অপারেশন করা, সহকর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় করে সপ্তাহে শুক্র ও শনিবার দুদিন ডিউটি করে বাকী দিনগুলো প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা এবং বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার প্রবণতাসহ বিভিন্ন অভিযোগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৫-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৯০৪ নং স্মারকে আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়, যা বর্তমানে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর্যায়ে আছে।

প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একজন অভ্যাসগত অপরাধী। তার বিরুদ্ধে সর্বশেষ প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে আরেকটি বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, অপরাধের মাত্রা ও প্রকৃতি বিবেচনায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে ডা. মোঃ আমিনুল ইসলামকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর বিধি ৩৯(১) মোতাবেক এ আদেশ জারির তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোষ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৫৯.২১-২৪৬**—ডাঃ মোঃ জামাল হোসেন (১৩৪১৬৩), মেডিকেল অফিসার (ইনডোর), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হোমনা, কুমিল্লা-এর নৈতিক স্খলনের বিষয়ে তার তৎকালীন স্ত্রী ডা. ফারজানা আক্তার গত ১৭-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম বিভাগ বরাবর একটি অভিযোগ দাখিল করেন।

উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ডা. মীর মোবারক হোসাইন, সিভিল সার্জন, ফেনীর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে বিষয়টি তদন্ত করা হয়।

তদন্তে হোমনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একজন মিডওয়াইফের সঙ্গে ডা. মোঃ জামাল হোসেনের বিবাহ-বহির্ভূত অনৈতিক সম্পর্কের সত্যতা পাওয়া গেছে এবং উক্ত ঘটনাসহ এর আগের কয়েকটি নৈতিক স্খলনজনিত কর্মকাণ্ডের কথা তিনি নিজেই তদন্ত কমিটির কাছে স্বীকার করেছেন।

উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর আলোকে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় অপরাধের মাত্রা ও প্রকৃতি বিবেচনায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে ডা. মোঃ জামাল হোসেনকে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর বিধি ৩৯(১) মোতাবেক এ আদেশ জারির তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোষ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লোকমান হোসেন মিয়া
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৩ শ্রাবণ ১৪২৮/১৮ জুলাই ২০২১

নং **৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৫৩.১৭-৩৩০**—যেহেতু, ডা: হোসনে জাহান, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), পলাশ, নরসিংদী এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় যে, তাকে ২৫-০৫-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের মন্ত্রণালয়ের স্বাপকম/প:ক:-২/বহি: বাংলাদেশ ছুটি-১/২০০৮/৩৩১/১(৩) নম্বর স্মারক মোতাবেক ছুটি ভোগের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিন বহি: বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি ০২-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে দায়িত্বভার হস্তান্তরপূর্বক বহিঃ বাংলাদেশ গমন করেন। ১৮-০৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদান করার কথা থাকলেও তিনি নির্ধারিত তারিখে কর্মস্থলে যোগদান করেননি। তার অনুপস্থিতিতে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বিধায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ এর ৩ (বি) ধারা মোতাবেক 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ২৬-০৫-২০০৯ খ্রিঃ তারিখের স্বাপকম/শৃংখলা-২/অভি-১৯/২০০৯/৩৭২ নং স্মারক মূলে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

২। যেহেতু, তিনি ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়;

৩। যেহেতু, তদন্তে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড হিসেবে চাকরি হতে বরখাস্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারি (বিশেষ বিধান) এর অধ্যাদেশ ৫(২) ধারা মোতাবেক অভিযুক্তকে কেন সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না এ মর্মে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয় এবং ০৩ কর্মদিবসের মধ্যে জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। পরবর্তীতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত জবাব, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবং প্রাসংগিক অবস্থা পর্যালোচনা করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে 'সরকারি কর্মচারি (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯' এর ৪(এ) উপধারা মোতাবেক সরকারি চাকরি 'সরকারি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service) করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য গত ১৭-০২-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৫৩.১৭-২৪৫ নং স্মারকে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়;

৫। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয় গত ২১-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৮০.০০.০০০০.১০৭.০৪.০০৬. ২১.১৪ নং স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে 'অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে 'সরকারি কর্মচারি (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯' এর ৪(এ) উপ-ধারা অনুযায়ী সরকারি 'চাকরি হতে বরখাস্ত' করার বিষয়ে একমত পোষণ করে মতামত প্রদান করেছে;

৬। সেহেতু, ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ এর ৩ (বি) ধারা মোতাবেক 'অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর অপরাধে উক্ত বিধিমালার ৪(এ) উপ-ধারা অনুযায়ী ডাঃ হোসনে জাহান, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), পলাশ, নরসিংদীকে 'চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from service)' দণ্ড প্রদান করা হলো;

৭। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আলী নূর
সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১০

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১০ ভাদ্র, ১৪২৮/২৫ আগস্ট, ২০২১

নং আঃকোঃক-১৩/২০১৭(অংশ)/১৬৩/১৪(৮)—মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং-৪৮৪১/২০১৪ এবং কনটেম্পট মামলা নং-৪৩০/১৭ এর রায়/আদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ তারিখে বাংলাদেশ অতিরিক্ত গেজেট পৃষ্ঠা নম্বর ৯৭৬৪(১৬) ক্রমিক নম্বর ৩১ এ প্রকাশিত পরিত্যক্ত সম্পত্তির 'খ' তালিকা থেকে নিম্নবর্ণিত বাড়িটি সরকার অবমুক্ত করলেন।

পরিত্যক্ত সম্পত্তির বাড়ি নম্বর ২০/২৭, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

২। এ অবমুক্তির পূর্ব পর্যন্ত বাড়িটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন সময়ের জন্য সরকারের নিকট কেউ কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ ইকবাল হুসাইন
উপসচিব।